তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

শিশুপাঠ্য থেকে হারিয়ে গেছে 'আদর্শলিপি'

এম এইচ রবিন ●

শিশুপাঠ্য থেকে হারিয়ে গেছে 'আদর্শলিপি।' বইটি ছিল শিশুদের সরল বর্ণ পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য। শুধু বর্ণ পরিচয় নয়, আদর্শ চরিত্র গঠনেও ছিল সহায়ক। বইটিতে অ- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো, আ- আলস্য দোষের আকর, ই- ইক্ষু রস অতি মিষ্ট, ঈ- ঈশ্বরকে বন্দনা করো, ইত্যাদি আরও অনেক নীতি-আদর্শিক বাক্য শেখানো হতো।

বর্তমানে শিশুদের বর্ণ পরিচয়ে পড়ানো হচ্ছে ডোরেমন, মট্-পাতলু, মিনার আদর্শলিপি। আবার আছে কারো নামের আদর্শলিপি। শিশুপাঠ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে খালেদার আদর্শলিপি, হাসিনার একের ভিতর দশ, তুলি, ঋতুর আদর্শলিপি ইত্যাদি বিচিত্র সব বই।

সীতানাথ বসাক রচিত আদর্শলিপিতে মেধা বিকাশ, আত্মশক্তির জোগান, মানবিক গুণাবলি অর্জনের বিষয়গুলো ছিল, যা শিশুদের পরবর্তীকালে পাথেয় হিসেবে কাজ করত। এখন কালের গর্ভে হরিয়ে যাওয়া সেই নীতি-আদর্শিক বইয়ের বড়ই অভাব। এখনকার বইগুলোতে রয়েছে উদ্ভট তথ্য, গল্প, কোনোটিতে বেড়েছে ধর্মীয় ভাবাদর্শ। এসবে শৈল্পিক অঙ্কন বা আর্ট পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। রঙে, অলঙ্করণে, বাক্য গঠনে শিশু মনস্তত্ত্ব উপেক্ষিত হয়েছে বলে মনে করেন অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদরা।

আজকের দিনে বর্ণক্রমিক ভাষাশিক্ষার পরিবর্তে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিশুর ভাষা শেখার যে স্বাভাবিক পদ্ধতি তার ওপর ভিত্তি করেই দেশে-বিদেশে এ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। শতাধিক বছরব্যাপী শিশুর প্রথম পাঠ হিসেবে একচ্ছত্র প্রাধান্য বজায় রেখেছে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ।' এরপরে রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' বাঙালি বাড়িতে শিশুদের প্রথম পাঠের বই হিসেবে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বর্ণ শিক্ষার নতুন কালে প্রবেশ করে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি।' সাধারণ প্রচ্ছদে নিউজপ্রিন্ট কাগজে মুদ্রিত হয়েছিল বইটি। বইটির শুরু স্বরবর্ণ পরিচিতির মাধ্যমে। আদি আদর্শলিপিতে এ সংখ্যা ছিল ১২টি। ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচিতিতে ছিল ৪০টি বর্ণ। এখনকার বাজারে পাওয়া আদর্শলিপির

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

শিশুপাঠ্য থেকে হারিয়ে গেছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কোনোটিতে স্বরবর্ণ আছে ১৪টি, কোনোটিতে ১৫টি, আবার কোথাও ১৬টি। আদর্শলিপি প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, আমার এখনো মনে আছে, আমরা ছোটবেলায় যে বইগুলো পড়তাম। এখন খুব একটা দেখা যায় না। আমরা শিশুকালে যেসব বই পড়েছি আর এখনকার বইগুলো বেশ অন্যরকম। নীতিবাক্য পড়ানোর বই হারিয়ে গেছে। আমাদের লেখাপড়া শেখানো হয় পরীক্ষা পাসের জন্য। আদর্শ নাগরিক তৈরি করার জন্য নয়। ফলে এখন সমাজে নানাব্যাধি ছড়াচ্ছে।

শিশুতোষ লেখক ও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মুস্তফা মনোয়ার বলেন, আদর্শলিপির যে প্রচ্ছদ ছিল একটি শাপলা ফুল, তা এখনো অনেকের মনে গাঁথা। এখনকার বইগুলোয় অঙ্কন বা আর্ট পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। রঙে, অলঙ্করণে বাক্য গঠনে শিশু মনস্তত্ত্ব উপেক্ষিত হয়েছে। চোখ ধাঁধানো করতে গিয়ে রঙের বাড়তি ব্যবহার। অলঙ্করণ বলে কিছু নেই। কেবল হুটহাট করে বিদেশি কার্টুন চরিত্র যেমন ডোরেমন, মট্-পাতলু, মিকি মাউস ইত্যাদির ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, ছোটবেলায় বর্ণ পরিচয় হয়েছিল বাল্যশিক্ষার মাধ্যমে। এরপর পড়ানো হতো সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি ও সরল বর্ণ পরিচয়' বইটি। খুব মনে পড়ে, জোরে জোরে শব্দ করে শিক্ষকরা পড়াতেন– অ-তে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো, আ-তে আলস্য দোষের আকর। এখন শিশুদের পড়ানো হচ্ছে– 'মামার বাড়ি যাই, দুধভাত খাই; মামি আসে লাঠি নিয়ে পালাই-পালাই।' এই শিশুদের ব্রেনে দেওয়া হচ্ছে যে মামি মানে নেতিবাচক ব্যক্তি। তাহলে সে কী শিখে বড় হচ্ছে। এখনো সেই আদর্শলিপিই শিশুদের পড়তে দেওয়া উচিত।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঝুমুর বিশ্বাস বলেন, শিশুপাঠ্যে এখন কিছু নিগূঢ় বিষয় স্থান পেয়েছে যেগুলো কোনো শিশু বুঝতে অক্ষম। যেমন, এ-তে একতা; সঙ্গে কিছু হাত একসঙ্গে জড়ো করা একটা ছবি। ঋ-তে ঋতু; পাশে ছয়টা ঋতুর ছবি। একতা বা ঋতু আমি কেমন করে একটা শিশুকে বোঝাব? 'ঃ' তে দুঃখ; যতদূর মনে পড়ে আমাদের সময়ে বইয়ে একজন অশ্রুসজল মহিলার ছবি দেখতাম। ইদানীং ছিন্নবস্ত্র পরা, লাঠি হাতে ভিক্ষুকের ছবি আছে। এসব ধারণা কীভাবে একটা শিশুর মাথায় দেওয়া যায়, বা আদৌ দেওয়া উচিত কিনা?

রিভার সাইড কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক ফৌজিয়া আক্তার বলেন, আগে আমরা পড়তাম, ক- কটুবাক্য বলা অনুচিত। খ- খলকে বিশ্বাস করো না। গ- গর্ব করা ভালো নয়। জ- জনক-জননী অতি পূজ্য। এখন শিশুদের পড়ানো হচ্ছে– অ-তে অজগরটি আসছে তেড়ে... একটা শিশু শিক্ষাজীবন শুরু করছে তার দিকে একটা অজগর তেড়ে আসছে এটা কল্পনা করে! এসব বই কীভাবে শিশুপাঠ্য হয়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের ভূমিকা বেশি।